কম্পোনেন্ট ০৪: প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা

- প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ১জন প্রকল্প পরিচালক, ৬জন উপ-প্রকল্প পরিচালক (৩ জন সদর দপ্তরে, ০৩জন আঞ্চলিক অফিসে), ২জন নির্বাহী প্রকৌশলী, ৩ জন সহকারী প্রকৌশলী ও ৭৮জন মেরিন ফিশারিজ কর্মকর্তাসহ ২৪১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারি নিয়োজিত হবেন। এছাড়া প্রকল্পের কার্যক্রম দক্ষতার সাথে বাস্তবায়নের জন্য ব্যাক্তি পরামর্শক ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত থাকবেন।
- সংশ্লিষ্ট অংশিজনদেরকে নিয়ে একটি স্টিয়ারিং কমিটি, একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি প্রকল্পটি নিয়মিত তত্ত্বাবধান ও মনিটর করবে।
- এ প্রকল্পের ইতিবাচক ফলাফল অর্জনের জন্য মৎস্য সেক্টরের বিশেষজ্ঞ, একাডেমিয়া, সরকারি কর্মকর্তাসহ এনজিও প্রতিনিধির সাথে বৈঠক করার জন্য একটি Citizen Engagement Platform-এর সংস্থান রয়েছে।
- প্রকল্পের আওতায় মনিটরিং, কন্ট্রোল, সার্ভিলেন্স কার্যক্রম যোরদার করার জন্য সংশ্লিষ্ট অংশিজনদেরকে নিয়ে একটি জয়েন্ট মনিটরিং সেল (JMC) গঠন করে সমন্বয় কার্যকর করার প্রস্তাব রয়েছে।
- উপকূলীয় এলাকায় ৩টি আঞ্চলিক অফিস, ১৬ জেলা অফিস ও ৭৫টি উপজেলা অফিস এই প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে।

উপসংহার

সুনির্দিষ্ট অর্থের সংস্থান ও সীমিত জনবল নিয়ে স্বল্প সময়ে কাঙ্ক্ষিত জিডিপি অর্জন, ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠির আমিষের চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রফতানি আয় বৃদ্ধি এবং দারিদ্র বিমোচনের মত দুরূহ লক্ষ্য অর্জনে মৎস্য অধিদপ্তরের রয়েছে সাফল্যের ইতিহাস। এ প্রকল্পটিও সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে মৎস্য উপখাতের অর্জনকে সুসংহত করে দেশের সু-নীল অর্থনীতির সুফল অর্জনে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখবে।

যোগাযোগ:
সাসটেইনেবল কোস্টাল এণ্ড মেরিন ফিসারিজ প্রজেক্ট
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা-১০০
ই-মেইল: pdscmfpdof@fisheries.gov.bd
ওয়েবসাইট: scmfp.fisheries.gov.bd

সু-নীল অর্থনীতি
সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায়
মৎস্য অধিদপ্তরের উদ্যোগ

সাসটেইনেবল কোস্টাল এণ্ড মেরিন ফিসারিজ প্রজেক্ট
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

ভূমিকা:

বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় মৎস্য উৎপাদনকারী দেশের মাঝে বাংলাদেশ অন্যতম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হসিনার নেতৃত্বে আজ বাংলাদেশ খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনে করেছে অভাবনীয় সাফল্য। ইতোমধ্যে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির হার বিবেচনায় বাংলাদেশ বিশ্বে ২য় স্থান অর্জন করেছে। জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে প্রতিবেশী রাষ্ট্র মিয়ানমার ও ভারতের সাথে আইনী লড়াইয়ে বিজয়ী হয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের যুগান্তকারী রায়ের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে ১,১৮,৮১৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের মজুদ নিরুপণ, সংরক্ষন, সঠিক ব্যবস্থাপনা, টেকসই আহরণ এবং উপকূলীয় প্রান্তিক জেলে সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়নের নিমিত্ত মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বিশ্বব্যাংকের ঋণ সহায়তায় **"সাসটেইনেবল কোস্টাল এণ্ড মেরিন ফিসারিজ প্রজেক্ট"** প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

প্রকল্প কার্যক্রম সমুদ্র ও উপকূলবর্তী জেলাসমূহে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি ও মৎসজীবীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখবে। এর ফলে দারিদ্র বিমোচন (টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট-১); ক্ষুধা ও পুষ্টিহীনতা নিরসন (টেকসই উন্নয় অভিষ্ট-২); অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান (টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট-৮) এবং সাগর, মহাসাগর ও উপকূলীয় সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার (টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট-১৮) নিশ্চিত করায় ভূমিকা রাখবে।

প্রকল্প পরিচিতি:

- প্রকল্পের নাম: **"সাসটেইনেবল কোস্টাল এণ্ড মেরিন ফিসারিজ প্রজেক্ট"**
- উদ্যোগী মন্ত্রণালয়: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
- বাস্তবায়নকারী সংস্থা: মৎস্য অধিদপ্তর
- প্রকল্প মেয়াদ: জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২৩ পর্যন্ত
- প্রকল্প ব্যয়: মোট- ২২১ মিলিয়ন ইউএস ডলার (১৮৬৮.৮৬ কোটি টাকা)

  (প্রকল্প সাহায্য- ১৮৭.৮৩ মিলিয়ন ইউএস ডলার (১৫৮৮.৩৯ কোটি টাকা) ও সরকারি তহবিল- ৩৩.১৭ মিলিয়ন ইউএস ডলার (২৮,০৪৭.৫০ লক্ষ টাকা)

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- সামুদ্রিক একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলে (EEZ) মৎস্য জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে চিংড়ি, তলদেশীয় এবং ভাসমান প্রজাতির মৎস্যের মজুদ নিরূপন কর্মসূচি জোরদারকরণ;
- সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং গবেষণা সংস্থার সামর্থ্য বৃদ্ধিপূর্বক বিজ্ঞানভিত্তিক টেকসই মৎস্য মজুদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন;
- বাণিজ্যিক ও ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে অধিকতর কার্যকর পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারী (এমসিএস) পদ্ধতির বাস্তবায়ন;
- উপকূলীয় অঞ্চলের মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র, সার্ভিস সেন্টার, মৎস্যবাজর উন্নয়ন করতঃ আহরিত ও উৎপাদিত মৎস্যের ভ্যালু চেইন উৎকর্ষ ও গুণগতমান উন্নয়ন ও অপচয় হ্রাস করা;
- উপকূলীয় জেলা সমূহে ক্লাস্টার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সম্প্রসারণ ঘটিয়ে বাগদা চিংড়ির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও চিংড়ি রপ্তানী বৃদ্ধি করা;
- দরিদ্র মৎস্যজীবী জনগোষ্ঠি নেতৃত্বে চালিত (Community Driven Development) উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ-এর টেকসই সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা এবং বিকল্প জীবিকায়নে সহায়তা করা;
- উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ এর টেকসই আহরণ ব্যবস্থাপনায় 'সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা' প্রণয়ন করা; এবং
- উপকূলীয় এবং সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংক্রান্ত বিভিন্ন ক্রসকাটিং ইস্যুর ওপর সমীক্ষা পরিচালনা।

প্রকল্প এলাকা:

দেশের উপকূলীয় ১৬টি জেলার ৭৫ টি উপজেলা এবং ৭৫০টি ইউনিয়ন।
জেলার নাম: খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, যশোর, গোপালগঞ্জ, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষীপুর, বরিশাল, ঝালকাঠী, বরগুনা, পিরোজপুর, পটুয়াখালী ও ভোলা

প্রকল্পের কার্যক্রম ৪টি কম্পোনেন্টে বিভাজিত:

কম্পোনেন্ট ০১ : মৎস্য খাতে টেকসই বিনিয়োগ ও প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষমতা বৃদ্ধি

- রিসোর্স ম্যাপিং এবং সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের মজুদ নিরুপন
- মেরিন Spatial Plan তৈরি করা
- বেইজ লাইন সার্ভে করে মৎস্য আহরনে অন-লাইন রেজিস্ট্রেশন ও লাইন্সেসিং পদ্ধতি চালু করা
- বাণিজ্যিক ট্রলারে (১০০টি) ভ্যাসেল মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন করে মনিটরিংকে জোরদার করা
- যান্ত্রিক নৌকায় (১০,০০০) AIS (Automatic Identification System) সংযোগ করে জেলেদের ঝুঁকি হ্রাস
- ক্যাচ এন্ড ইফোর্ট মনিটরিং পদ্ধতির উন্নয়ন ও সফটওয়্যার তৈরি
- ১৬টি হাইস্পীড পেট্রোল বোট ক্রয়ের মাধ্যমে সমুদ্রে নিয়মিত Monitoring Control & Surveillance (MCS) কার্যক্রম জোরদার
- হাইড্রোলজিক্যাল সার্ভে, স্যালানাইজেশন ম্যাপিং ও খাল পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রণয়ন
- ভ্যালু চেইন ম্যাপিং ও এতদসংক্রান্ত ব্যবসার সুযোগ চিহ্নিতকরণ
- চিংড়ি উৎপাদনে ক্লাষ্টার ব্যবস্থা (৬০০টি, ১৫০০০ জন প্রান্তিক চিংড়ি চাষি) চালুকরণ, ক্লাস্টার বিজনেজ প্ল্যান তৈরি ও ই-ট্রেসিবিলিটি উন্নয়ন, ডাটা বেইজ তৈরী ও আইডি কার্ড প্রদান
- প্রান্তিক চাষিদেরকে (৬০০টি ক্লাস্টার) কন্ডিশনাল ম্যাচিং গ্রান্ট প্রদান (গড়ে ২০% বেশি চিংড়ি উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা)
- মৎস্য অধিদপ্তরকে ডিজিটালাইজেশন করার মাধ্যমে অন-লাইন সেবা প্রদান
- নিয়মিত মৎস্য ব্যবস্থাপনা তথ্য প্রকাশ
- মৎস্য খাতে Grievance Redress মেকানিজম চালু করে দ্বন্দ্ব নিরসন
- এসএমই ভ্যালু চেইন ও একশান রিসার্চ এবং সামুদ্রিক মৎস্য চাষে একশান রিসার্চ পরিচালনা ও ম্যাচিং গ্র্যান্ট প্রদান
- হ্যাচারী সার্টিফিকেশন সিস্টেম উন্নয়ন এবং চালুকরণ
- ৩য় পক্ষ দ্বারা ফিশারিজ পারফর্মেন্স ইনডিকেটর (পিএফআই) যাচাই/মূল্যায়ন
- কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সুবিধাভোগী ও সংশ্লিষ্ট অংশিজনদেরকে দেশি-বিদেশী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মৎস্য অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি
- জনসচেনতা বৃদ্ধি করণ (ওয়ার্কসপ, সেমিনার, সভা ও র‍্যালি ইত্যাদির মাধ্যমে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার)
- মৎস্য সেক্টরে বিদ্যমান আইন বিধি-বিধান যুগোপোযুগী করা

কম্পোনেন্ট ০২: অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নয়ন

- ১৬টি মেরিন ফিশারিজ সার্ভিল্যান্স চেকপোষ্ট নির্মাণ
- ১৬টি মেরিন ফিশারিজ সার্ভিল্যান্স পন্টুন স্থাপন
- ১৮টি ফিশ ল্যান্ডিং সেন্টার/ফিশ হারবার নির্মাণ, ফিশ মার্কেট পুনবার্সন ও আধুনিকায়ন, পোস্ট হার্ভেস্ট লস কমানো
- ৩টি ফিশ কোয়ারেন্টাইন ল্যাব প্রতিষ্ঠাকরণ
- ৩টি ফিশ ডায়াগোনেস্টিক ল্যাব প্রতিষ্ঠাকরণ
- ৩টি পিসিআর ল্যাব নবায়ন/আধুনিকায়ন
- ১টি Quarantine রেফারেন্স ল্যাব প্রতিষ্ঠাকরণ
- ১টি ব্রুড (মা-চিংড়ি মাছ) ম্যানেজম্যান্ট সেন্টার (বিএমসি) স্থাপন
- ২৯টি উপকূলীয় খাল (৫০০ হেক্টর) পুনবার্সন/খনন

কম্পোনেন্ট ০৩: মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়ন ও জীবিকায়নে বিকল্প পেশায় রূপান্তর*

- উপকূলীয় ৪৫০টি মৎস্য গ্রামে কমিনিউটি সেভিংস গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করা
- ১০০ মডেল জেলে গ্রাম প্রতিষ্ঠা করা এবং এর মধ্যে থেকে ৬০% সুবিধাভোগীকে অর্থ সহায়তা প্রদান
- ১০০ মডেল জেলে গ্রামে ফিশারিজ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়তা। এ কার্যক্রমে সর্বমোট ৫৪,০০০ জন জেলে সরাসরি সুবিধা পাবেন।
- মডেল গ্রামের ১৮,০০০ যুবক-যুবতীকে ভকেশনাল ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান
- ১০০ প্রডিউসার গ্রুপ তৈরি এবং নিবন্ধন করা
- ৯০টি ইউথ ফেষ্টিভাল প্রোগ্রাম ও ৬টি জব ফেয়ার আয়োজন করা
- ৪৫টি উপজেলা জেলে ফেডারেশন প্রতিষ্ঠা করা

---

* (Social Development Foundation কর্তৃক বাস্তবায়ন-এর জন্য নির্ধারিত)